১৪/১১/২০০০

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

উচ্চ শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের জন্য ইংরেজী শিক্ষার কোন বিকল্প নেই॥ ব্রিটিশ কাউন্সিল টিচিং সেন্টারে চাপ বাড়ছে

হাসান হাফিজ

'অহেতুক ইংরেজী-বিদ্বেষ ও ভীতি আমাদের পিছিয়ে রেখেছে। এই সময়ের কঠিন বিশ্ব প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে আমাদের ভাল করে ইংরেজী জানতে হবে। উচ্চ শিক্ষা ও সম্মানজনক কর্মসংস্থানের জন্য ইংরেজীর কোন বিকল্প নেই। এই নির্মম সত্য অনুধাবন করে আজকের প্রজন্ম ইংরেজী ভাষা শেখার প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে উঠছে। স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে ইংরেজীকে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।' এই কথাগুলো বলেছেন ব্রিটিশ কাউন্সিল টিচিং সেন্টারের দুই তরুণ শিক্ষার্থী এবিএম জিয়াউল কবির এবং রানা ফেরদৌস রত্না। জিয়াউল ডানিডায় চাকরি করেন, নৃতত্ত্বে মাস্টার্স পাস করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। রত্না মিরপুর শাহ আলী ডিগ্রী কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের লেকচারার। তিনি পাস করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

ধানমণ্ডিস্থ সাতমসজিদ রোডে ব্রিটিশ কাউন্সিল টিচিং সেন্টারে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার যে পাঁচ ধরনের কোর্স চালু রয়েছে, তার প্রতিটিতে প্রতিবছর শিক্ষার্থীর চাপ বাড়ছে। লন্ডনের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত এই কোর্সগুলোর ১৮ শিক্ষকের সবাই ব্রিটিশ নাগরিক। এঁদের মধ্যে দু'জন হচ্ছেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক। শিক্ষার্থী এখন সব কোর্স মিলিয়ে ৮৩৫। টিচিং সেন্টারের পাঁচ তলা ভবনের ভৌত যে সুযোগ-সুবিধা, তা ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও প্রয়োজনের তুলনায় কম। তবে শীঘ্রই সুযোগ-সুবিধা আরও বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হবে বলে জনকণ্ঠকে জানিয়েছেন টিচিং সেন্টারের ম্যানেজার মার্ক বার্থোলিমিউ। মার্ক একই সঙ্গে চট্টগ্রামে নতুন খোলা টিচিং সেন্টার গড়ে তোলার দায়িত্বও একযোগে পালন করছেন।

ঢাকাস্থ টিচিং সেন্টারের প্রশাসক মাইকেল ম্যাথাইয়াস ও রেজিস্ট্রার হান্নান সরকার জানান, টিচিং সেন্টারে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। চলতি টার্মে চারটি স্পেশাল কোর্স ও ইয়ং লার্নার্স কোর্সে মোট ১২ শ'র মতো শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করেছিলেন। এর মধ্যে ভর্তি করা সম্ভব হয়েছে মাত্র ৮৩৫ জনকে। বাকিরা অপেক্ষমাণ তালিকায় রয়েছেন। গত '৯৯ সালে মোট ৪৭২ শিক্ষার্থীর মধ্যে পুরুষ ছিলেন ২৮১ জন, মহিলা ছিলেন ১৯১ জন। ২০০০ সালে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৬১তে। এর মধ্যে পুরুষ ৪৮৪ জন, মহিলা ২৭৭ জন।

তাঁরা আরও জানান, মূলত উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরাই ব্রিটিশ কাউন্সিলের টিচিং সেন্টারে ইংরেজী শিখতে আসছে। তাদের বয়সের গড় হচ্ছে ২০

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

উচ্চ শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের

(১২-এর পাতার পর)

থেকে ৩০ বছর। এরা প্রধানত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। ঢাকার বাইরের সিলেট, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, গাজীপুর, টঙ্গী, সাভার থেকেও ছাত্রছাত্রীরা এই টিচিং সেন্টারে পড়তে আসছে। প্রতিক্লাসে চারটা করে অপশন রয়েছে। এগুলো হলো ইংরেজী পড়া, লেখা, শোনা ও বলা। প্রতিক্লাসে ছাত্রছাত্রী ২০ জনের বেশি নেয়া হয় না। এখানে ভর্তি হলে বিনা ফীতে ছয় মাসের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ফুলার রোডের ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরির সদস্য করা হয়। এ ছাড়া এই সেন্টারে শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে সেলফ এ্যাকসেস সেন্টার, যেখানে অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের সুযোগ আছে। ইন্টারনেট সুবিধাও আছে, যেটা ফীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। মোট ছয় শিক্ষার্থী একযোগে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে, তবে এক জন একসঙ্গে সর্বোচ্চ আধ ঘন্টা ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

তাঁরা জানান, জেনারেল ইংলিশ হচ্ছে মোট ৩০ ঘন্টার কোর্স। ফী সাত হাজার এক শ' টাকা। রিটেন বিজনেস কমিউনিকেশনস কোর্সটি ৩০ ঘন্টার। ফী সাত হাজার নয় শ' টাকা। রিপোর্ট এ্যান্ড প্রপোজালরাইটিং কোর্সটিও ৩০ ঘন্টার। টাকা লাগে সাত হাজার নয় শ'। (ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টিং সিস্টেম) প্রিপারেশন কোর্সটি হচ্ছে ৪৫ ঘন্টার, ফী ১১ হাজার তিন শ' টাকা। আরেকটি স্পেশাল কোর্স বিজনেস ইংলিশ সার্টিফিকেট ওয়ান এ্যান্ড টু'র সময় ৪৫ ঘন্টা করে। ফী ১২ হাজার আট শ' এবং ১৩ হাজার টাকা। সপ্তাহে দু'দিন দেড় ঘন্টা করে ক্লাস থাকে।

ব্রিটিশ কাউন্সিলে ইংরেজী শিখতে আসা শিক্ষার্থী জিয়াউল কবির বললেন, এখানে স্ট্যান্ডার্ড ভাল। গাইডলাইন পাওয়া যায়। তবে রেটটা একটু উঁচু। আমরা দাতাদের সাহায্যনির্ভর দেশ। ইংরেজী আমাদের ভালমতো জানতেই হবে। নাহলে আন্তর্জাতিক বিশ্বে আমাদের যোগাযোগ ও প্রবেশ ব্যাহত হবে। ছোটবেলা থেকেই ইংরেজী শেখার ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে। তাহলে এ্যাকসেন্ট, প্রনানসিয়েশন ভালমতো রপ্ত করা সম্ভব হবে। আমাদের নিজস্ব জাতিগত স্বকীয়তা বজায় রেখেই ইংরেজী ভাষায় চমৎকার দক্ষতা অর্জন ও তা থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব। এই টিচিং সেন্টারের সুবিধা ঢাকার বাইরেও সম্প্রসারণ করা দরকার। অনেকে টাকার অভাবে এখানে পড়তে পারে না। সেজন্য এদের ইনসেনটিভ দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেমন টেস্টে ভাল করতে পারলে তাদের সেই ইনসেনটিভ দেয়া যায়।

রানা ফেরদৌস রত্না বললেন, আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষার যে হাল বিদ্যমান, তা কোনক্রমেই সন্তোষজনক নয়। স্কুল লেভেল থেকেই এ গুরুত্বটা দিতে হবে। বাংলা মিডিয়ামে যেভাবে ইংরেজী শেখানো হয়, তার যে দুরবস্থা, তা বর্ণনা করার মত নয়। বাচ্চাদের ইংরেজী শেখার জন্য টিভিতে একটা প্রোগ্রাম পর্যন্ত হয় না। এই প্রজন্মের চাহিদা মোতাবেক উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের জন্য ভাল করে ইংরেজী শেখার কোন বিকল্প নেই। ইংরেজী না জানার কারণে আমরা এমনিতেই বিশ্ব প্রতিযোগিতায় অনেক পিছিয়ে রয়েছি। এই কোর্সটার ফী একটু কমানো গেলে অনেক ছাত্রছাত্রীই লাভবান হতে পারত। এখনকার প্রজন্ম তাদের ক্যারিয়ার সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন। তারা সিরিয়াস এবং মেধাবী। তাদের উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে তুলতে পারলে বাংলাদেশের হতদরিদ্র দশা অবশ্যই একসময় ঘুচে যাবে।